যুগান্তর
প্রিন্ট: ১২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪৮ এএম

শিক্ষাঙ্গন

রাকসু নির্বাচন: পালটাপালটি অভিযোগ দুই প্যানেলের

ইরফান তামিম, রাবি
প্রকাশ: ১১ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:১০ এএম

তবে প্রচার-প্রচারণা নিয়ে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেল এবং ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল পালটাপালটি অভিযোগ করেছে। বিষয়গুলো নির্বাচনি আচরণবিধিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনে ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের লিখিত অভিযোগ দেয় সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেল। একই দিন বিকালে সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল।

সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের অভিযোগ-ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল ভোটারদের সরাসরি অর্থ দিচ্ছে। যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা। ১৮ সেপ্টেম্বর আরবি বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নির্ধারিত সময়সীমার বাইরেও প্রচার চালানো হচ্ছে। যা কমিশনের ঘোষিত নিয়মাবলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের অভিযোগ-সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থীরা বিভিন্ন হল ও বিভাগে ভোটারদের খাবার ও বিশেষ উপহার দিচ্ছে। উপহার দেওয়া আচরণবিধির পরিপন্থি। এতে নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিবেশ প্রভাবিত হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ নারী হলে খাবার বিতরণের ছবি, ভিডিও এবং এ সংক্রান্ত ম্যাসেজের স্ক্রিনশট যুক্ত করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন নাম্বারে এসএমএসের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেল ভোট চেয়েছে। ম্যাসেজে লেখা হয়েছে, ‘আবির (৫)-জীবন (৭)-এষা (৫) প্যানেল আপনাদের দোয়া প্রার্থী। ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম। রাকসু-২০২৫।’ এ ম্যাসেজ পাওয়ার পর সমালোচনা করছেন ভোটার ও প্রার্থীরা।

নাম্বার প্যানেলে দেওয়ার মানে কি?’ এটি টাইমলাইনে শেয়ার করে স্বতন্ত্র সিনেট প্রার্থী ইরফান তামিম লিখেছেন, ‘মোবাইল ফোন নাম্বার যেহেতু পেয়েছেন তাহলে দোয়া না চেয়ে বিকাশে টাকা পাঠিয়ে দেন। আমাদের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপকার হবে।’

এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূরউদ্দিন আবির বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছি। তিনি আরও বলেন, সমালোচনা করলেও আমাদের কিছু করার নেই। আলোচনা-সমালোচনা থাকবেই।

সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ক্ষুদে বার্তা পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি।

রাকসুর কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রিটার্রিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, প্যানেলটি এসএমএস করার অনুমতি নিয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার জানা নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলতে পারবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপারে তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা বা দুদিনের মধ্যে কমিটি ব্যবস্থা নেবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, এসএমএস করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে কেউ অনুমতি নেয়নি। ক্যাম্পাসের বাইরে অনেক শিক্ষার্থী থাকায় এ প্রক্রিয়া কেউ অবলম্বন করে থাকতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।